মন্ত্রণালয়ের নাম: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
মাসের নাম: মার্চ/২০২১

| সংস্থার নাম | মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) | ০৫ | -- | ---- | ০৫ | ক) মেসার্স আসিফ এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী জনাব হাজী মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ২০১৫ ইং সালে তামাবিল স্থলবন্দরে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজের দরপত্রে অংশ গ্রহণ করেন। বাস্থবকের অডিটর বর্তমানে সি বি এ এর সাধারণ সম্পাদক জনাব জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া বর্ণিত কাজটি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তার কাছ থেকে চেকের মাধ্যমে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে নগদে আরও ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) গ্রহণ করেন। জনাব জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া তাকে বর্ণিত কাজটি প্রদান করাতে ব্যর্থ হলে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) পরিশোধ করেন এবং অবশিষ্ট ২,৫০,০০০/- টাকা না দিয়ে কয়েকবার পরিশোধের তারিখ দেন কিন্তু অদ্যবধি উক্ত টাকা পরিশোধ করেননি মর্মে জনাব হাজী মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন গত ৩১-০৭-২০১৯ তারিখে বাস্থবকের চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন।<br><br>খ) জনৈক মোঃ মোহাদ্দেছুর রহমান, পিতা- হাবিবুর রহমান, বাসা হোল্ডিং নং৫০/৫, ওয়াসা রোড, উত্তর মানিক নগর, ডাকঘর-ওয়ারী, মুগদা, ঢাকা কর্তৃক চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর দাখিলকৃত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্তৃপক্ষের ১৪/০৩/২০১৫ ইং তারিখের প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে নিয়োগ পরীক্ষায় চাকুরী পাইয়ে দেয়ার নাম করে বাস্থবকের অডিটর জনাব জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া প্রথম পর্যায়ে দুই দফায় (৫০,০০০+৫০,০০০) =১,০০,০০০/- টাকা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে চাকুরী প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত অর্থ ফেরত দিতে তিনি গড়িমসি করেন এবং বাস্থবকের পরবর্তী নিয়োগে চাকুরী পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে আরো এক লক্ষ টাকা ধার হিসেবে ৩০০/- (তিনশত) টাকার ননজুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে লিখিতভাবে স্বাক্ষরপূর্বক গ্রহণ করেন। এতেও তিনি ব্যর্থ হন। উল্লিখিত মোট ২ (দুই লক্ষ) টাকা পরিশোধ না করায় এবং প্রতারণা করায় জনৈক মোঃ মোহাদ্দেছুর রহমান |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | জনাব জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া, অডিটর এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।<br>‘ক’ ও ‘খ’ অভিযোগ দুটি প্রাথমিক তদন্ত করা হলে তদন্ত প্রতিবেদনে উভয় অভিযোগে অভিযোগকারী কর্তৃক টাকা প্রদানের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় এবং জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া উভয় ক্ষেত্রেই ধার হিসেবে টাকা গ্রহণের বিষয় স্বীকার করায় এ কর্তৃপক্ষের ১০-১০-২০১৯ তারিখের ১৮.১৫০.০১৮. ২০.০১.১১৪.২০১০-৯৯৪ নং স্মারকে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৪ এর প্রবিধি ৪০ এর (খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তক্রমে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।<br>গ) জনৈক মোঃ আরশেদ আলী, পিতা- আঃ করিম, সাং-উলাট, থানা- সুজানগর, জেলা- পাবনা কর্তৃক চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর দাখিলকৃত অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, বাস্তবকের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মেহেদী হাসান জোয়ার্দার তাকে চাকুরীর কথা বলে ভূয়া নিয়োগপত্র দিয়ে তাকে হামলা-মামলা ও প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। ভূয়া নিয়োগপত্র দিয়ে চাকুরীর কথা বলে তার কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে ৭,৫০,০০০/- টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। পরবর্তীতে ভূয়া নিয়োগপত্রের খবর জানতে পারলে তার পাওনা টাকা ফেরত চাওয়াতে অমানবিক মারধর ও বাসায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লুটপাট করেছেন। তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং তার টাকা ফেরতসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ফেরত পাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।<br>‘গ’ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অভিযোগটি প্রাথমিকভাবে তদন্তের জন্য ২৬-০৯-২০১৯ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা করা হলে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে একজন সাধারণ ব্যক্তির সাথে এভাবে মেলামেশা করা এবং বিরোধে জড়িয়ে পড়া অসদাচরণের শামিল হওয়ায় এ কর্তৃপক্ষের ২৩-০২-২০২০ তারিখের ১৮.১৫০.০১৮. ২০.০১.০১২.২০১২-৯৯৭ নং স্মারকে বাংলাদেশ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৪ এর প্রবিধি ৪০ এর (খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তক্রমে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ কর্তৃপক্ষের ২৩-০৬-২০২০ তারিখের ১৮.১৫০.০১৮.২০.০১.০১২.২০১২-৪০৪ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সদস্য (ট্রাফিক)-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।<br><br>ঘ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী চাকুরীর ১০ (দশ) বছর পূর্তিতে বেনাপোল স্থলবন্দরের ৫৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুমোদনকৃত উচ্চতর গ্রেডের ফিক্সেশন করা হলেও বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্ত না হওয়ায় বেনাপোল স্থলবন্দরের ট্রাফিক পরিদর্শক জনাব মোঃ এনামুল হক মোল্লা কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্যতার বিষয়ে পর্যালোচনান্তে মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য ০৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১৪-০৭-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।<br><br>ঙ) বেনাপোল স্থলবন্দরের ট্রাফিক পরিদর্শক জনাব মোঃ এনামুল হক মোল্লা কর্তৃক বেনাপোল স্থলবন্দরের সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম সরকারি কাজে বাধা প্রদান এবং প্রাণ নাশের হুমকী প্রদান করার বিষয়ে সাধারণ ডায়েরী করার জন্য বেনাপোল স্থলবন্দরে পরিচালক (ট্রাফিক) বরাবর অনুরোধ করেন। তদ্‌প্রেক্ষিতে বেনাপোল হতে পোর্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয় যার নং ৩৮৭, তারিখ ১০/০৯/২০২০ এবং আবেদনের বিষয়ে তদন্তক্রমে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (ট্রাফিক) জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল মজুমদার-কে ২৮-০৯-২০২০ তারিখ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে ট্রাফিক পরিদর্শক জনাব মোঃ এনামুল হক মোল্লা এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ স্থলবন্দর |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা-২০০৪ এর প্রবিধি ৪০ (ক) (খ) মোতাবেক 'দায়িত্ব পালনে অবহেলা' ও 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং একই সাথে তাকে সাময়িক বরখাস্তও করা হয়। |

**স্বাক্ষরিত/-**
২-০৪-২০২১
(আনিসুল ইসলাম)
পরিচিতি নং-১৫০১৩
পরিচালক (প্রশাসন) অঃ দাঃ
ফোন : ০২-৫৫০১৩৮৩১
E-mail: directoradmin@bsbk.gov.bd